সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩২৪
WEEKLY BOOKLET:324

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ

দ্বীনি পরিবেশ থেকে বঞ্চিত দোয়ার ক্ষতি

ছেলেও কি কখনো পিতাকে মারে? ০৮
মৃত্যুর পরের হৃদয়বিদারক দৃশ্যপট ১৩
মৃত্যুর পূর্বে দূর্ভাগ্য ২১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকির দাওয়াত" এর ৫৪৪ থেকে ৫৬৫ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

দ্বীনি পরিবেশ থেকে বাধা দেয়ার ক্ষতি

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই "দ্বীনি পরিবেশ থেকে বাধা দেয়ার ক্ষতি" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, সর্বদা দ্বীনি পরিবেশের সাথে তাকে সম্পৃক্ত রাখো এবং পিতামাতাসহ তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মজলিশসমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে সমৃদ্ধ করে নাও, কেননা তোমাদের দরূদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (জামেয়ে সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫৮০)

মৃত্যুর পূর্বে যুবকের দাঁড়ি পরিবারের সদস্যরা কেটে দিলো!

শতকোটি আফসোস! অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে, একদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতির আক্রমন, ফ্যাশনের আধিক্য, সিনেমা দেখার জন্য ঘরে ঘরে টিভি, ইন্টারনেট ও ভিসিআর এবং দুর্ভাগ্য জনকভাবে অপরদিকে মুসলমান নামধারীরা কার্যত সুন্নাতের প্রতি বিরক্ত দেখা যাচ্ছে!

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত আওরঙ্গি টাউন, বাবুল মদীনার এক যুবক আশিকে রাসূল যার বয়স সর্বোচ্চ ২০ বছর হবে, দাঁড়ি উঠার পর থেকে রেখে দিয়েছিলো, বেচারা ব্লাড-ক্যান্সারে (BLOOD CANCER) আক্রান্ত হয়ে গেলো। আমি (অর্থাৎ সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ) তাকে দেখার জন্য হাসপাতালে গেলাম, বেচারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলো..... কথা বলতে পারছিলো না..... চেহারা থেকে দাঁড়ি কেটে দেওয়া হয়েছিলো, আমি বিষন্ন হয়ে গেলাম..... এই মজলুম অনেক কষ্টে চেহারার দিকে হাত উঠিয়ে ইশারায় আবেদন করলো..... আমি একটুকু বুঝতে পারলাম, যেনো সে বলছিলো; "আমি مَعَاذَاللّٰه মুন্ডাইনি।" আমার পরিবারের সদস্যরা ঘুম বা বেহুঁশ অবস্থায় আমার দাঁড়ি পরিষ্কার করে দিয়েছে। হায়! কিছুদিন পরই সেই দুঃখী যুবকটি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো। আল্লাহ পাক মরহুমকে বিনা হিসাবে করো এবং তার দাঁড়ি পরিষ্কার কারীদের তাওবা করার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

রুহ মে সোয নেহী, ক্বলব মে এহসাস নেহী
কুছ ভি পয়গামে মুহাম্মদ কা তুমহে পাস নেহী

মুসলমান নামধারীদের সুন্নাত হতে দূরত্ব

আফসোস! শতকোটি আফসোস! কেমন স্পর্শকাতর যুগ এসে পৌঁছালো যে, আজ মুসলমান নামধারীরা নিজেদের সন্তানদেরকে জোর পূর্বক সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে বরং সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে অনেক সময় বিভিন্ন শাস্তিও দিচ্ছে, এমনসব হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখা যায় যে, ব্যস আল্লাহর পানাহ। কতিপয় যুবক ইসলামী ভাই দ্বীনি

www.dawateislami.net

পরিবেশে অভিভূত হয়ে দাঁড়ি রেখে দিলো, তো পুরো বংশে যেনো ভূমিকম্প এসে গেলো! যখন হুমকি ধমকি ও মারপিটে বিরত না হলো না তখন দাঁড়ি রাখার কারণে বেচারাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হলো, ঘুমন্ত অবস্থায় আশিকে রাসূলের দাঁড়িতে কাঁচি চালিয়ে দেয়া হয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ শুরুর পূর্বেকার একটি ঘটনা হলো, এক যুবক সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) এর নিকট আসা-যাওয়া ও উঠা-বসা করতে লাগলো, তার উপর পরিবেশের প্রভাব পড়তে লাগলো। সে ঘরে আসতে যেতে "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলা শুরু করে দিলো, মাঝে মাঝে কথাবার্তার ফাঁকে "اِنْ شَآءَ الله" বলে দিতো! মুসলমান নামধারী পিতামাতার কান খাড়া হয়ে গেলো! জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেলো, অতএব তাকে ঘরে প্রশ্ন করা হলো: বাবা! কি ব্যাপার, আজকাল সালাম করা আর اِنْ شَآءَ الله বলছো! সেই বেচারা সুন্নাতের নগন্য খাদিম সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর নাম বলে দিলো, ব্যস খেলা শেষ, তাকে কঠোর ভাবে বাধা দেয়া হলো যে, সাবধান! আজকের পর এই "মোল্লা"র সাহচর্যে যাবে না! অবশেষে সেই বেচারা মডার্ন হয়ে গেলো।

ওহ দউর আয়া কেহ দিওয়ানা নবী কেলিয়ে
হার এক হাত মে পাথর দেখাই দেয়তা হে

দ্বীনি পরিবেশ থেকে বাধা দেয়ার কারণে হিরোইঞ্চি হয়ে গেলো, পিতা আফসোস করতে লাগলো

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনুন, এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলামের)

www.dawateislami.net

এক যুবক সম্ভবতঃ ১৯৮৮ সালে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হলো। নিয়মিত নামায আদায়ের পাশাপাশি চেহারায় দাঁড়িও সাজিয়ে নিলো, মাথায় পাগড়ী শরীফও শোবা পেতে থাকে। সে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়াও শুরু করে দিলো। সে একটি মডার্ন ও ধনী পরিবারের সন্তান ছিলো, পরিবারের তার জীবনে আসা মাদানী পরিবর্তন পছন্দ হলো না, অতএব তার বিরোধিতা শুরু হয়ে গেলো, বিভিন্নভাবে তার মনে কষ্ট দেয়া হতো, সুন্নাতের উপর চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হতো এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ ত্যাগ করার জন্য চাপ দেয়া হতো। সে কখনো কখনো অসহায় হয়ে আবেদন করতো যে, আমাকে এই দ্বীনি পরিবেশ থেকে পৃথক করে দিওনা, অন্যথায় আফসোস করবে, কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিতো না। বিরোধীতার এই ধারাবাহিকতা প্রায় তিন বছর ধরে চললো, অবশেষে অতিষ্ট হয়ে সে পরিবারের সামনে আত্মসমর্পন করলো এবং দাঁড়ি শরীফ মুন্ডিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশকে "বিদায়" জানালো। বড় ভাই যেহেতু ডাক্তার ছিলো, তাই তাকেও ডাক্তার বানানোর জন্য সরদারাবাদের (পাঞ্জাব) এক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। সেখানে সে হোস্টেলে অসৎসঙ্গের শিকার হয়ে গাঁজা খেতে লাগলো এবং জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলো, পরিবার তাকে হায়দারাবাদে ফিরিয়ে আনলো। পিতা তার চিকিৎসায় লাখ লাখ টাকা খরচ করলো কিন্তু না আরোগ্য লাভ করলো, না সংশোধন হলো বরং এখন সে হিরোইনের নেশা করতে লাগলো। ব্যাপকহারে নেশা করার ফলে সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো, দাঁতের শুভ্রতা নষ্ট হয়ে তাতে কালো আস্তরন পড়ে গেলো এবং এখন এই লেখাটি লেখার সময় তার অবস্থা পাগলের মতো হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমতে বর্তমানে তার পিতা দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, আর বেচারা খুবই আফসোস করে যে, হায়! তখন যদি দা'ওয়াতে ইসলামীর গুরুত্ব বুঝতে পারতাম এবং আমি আমার সন্তানকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে না আনতাম তবে হয়তো আজ আমার এই অবস্থা দেখতে হতো না। কিন্তু "এখন আফসোস করে কি লাভ, যখন সবকিছু হারিয়ে ফেললাম।" আল্লাহ পাক সেই যুবককে নেশার বদঅভ্যাস ছাড়িয়ে পুনরায় দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সন্তানকে সঠিক প্রশিক্ষণ দিন, অন্যথায় আফসোস করবেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সত্যি ঘটনায় ঐ সকল পিতামাতার জন্য শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা, মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য, আশিকানে রাসূলের সাহচর্য তাছাড়া দাঁড়ি ও পাগড়ী শরীফ সাজানো, সুন্নাতে ভরা পোষাক পরিধান করা থেকে বাধা দেয় এবং সুন্নাতের উপর আমল করাতে প্রায় বাধাঁ দেয়, বরং দ্বীনি পরিবেশ থেকে সরে আসার জন্য চাপ দেয়, মনে রাখবেন! আপনার প্রিয় সন্তান, আপনার কলিজার টুকরো ও তার মায়ের চোখের মণি হতে পারে কিন্তু এটা ভূলবেন না যে, সে আল্লাহ পাকের একজন বান্দা, তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত এবং ইসলামী সামাজেরই একজন। যদি আপনার শিক্ষা তাকে আল্লাহ পাকের বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ইবাদত, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং ইসলামী সমাজে তার দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিতে না পারেন, তবে

www.dawateislami.net

তাকে নিজের অনুগত সন্তান হিসাবে দেখার সোনালী স্বপ্নও দেখবেন না, কেননা এই ইসলামই তো একজন মুসলমানকে নিজের পিতামাতার আনুগত্য এবং তাঁদের হক আদায়ের শিক্ষা দেয়। দেখা গেছে যে, যখন সন্তানের সুশিক্ষার প্রতি উদাসীনতার প্রভাব সামনে আসে, তখন সেই পিতামাতাকে ছোট বড় সকলের সামনে নিজের সন্তানের বিপথগামী হওয়ার কান্না করতে থাকে, তাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, সন্তানকে এই অবস্থায় পৌঁছানোতে স্বয়ং তাদেরই হাত রয়েছে। তারা তাদের সন্তানকে ABCD বলা তো শিখিয়েছে কিন্তু কুরআন পড়া শিখায়নি, পশ্চিমা সংস্কৃতির রীতিনীতি তো শিখিয়েছে কিন্তু প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত শিখায়নি, সাধারণ জ্ঞানের গুরুত্বের উপর তো তার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার দিয়েছে কিন্তু দ্বীনের ফরয ইলম অর্জনের উৎসাহ দেয়া হয়নি, তার অন্তরে ধন ও সম্পদের ভালোবাসা তো ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু ইশ্‌কে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদীপ জ্বালানো হয়নি, তাকে পার্থিব ব্যর্থতার ভয় তো দেখিয়েছে কিন্তু কবর ও হাশরের পরীক্ষায় ব্যর্থতার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়নি, তাকে "হ্যালো! হাউ আর ইউ!" বলা তো শিখিয়েছে কিন্তু সালাম দেয়ার বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিখানো হয়নি।

গুনাহে লিপ্ত হওয়ায় পিতামাতার ছাড়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! গুনাহে লিপ্ত হওয়ায় পিতামাতার ছাড়, ক্যাবল, ভিসিআর ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, নাচ গানের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং বিপথগামী ঘরোয়া পরিবেশ, এসব কিছু মিলেই চারিত্রিক মর্যাদাকে খুবই কর্দমাক্ত করে দেয়, অতঃপর এরূপ মানুষ

www.dawateislami.net

থেকে পবিত্র কাজ সম্পাদন অসম্ভব না হলেও কিন্তু অবশ্যই খুবই কঠিন তো হয়ে যায়। তাই পিতামাতার উচিত, নিজের সন্তানের বাহ্যিক সাজসজ্জা, উন্নত খাবার, উন্নত পোশাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদী পূরণের দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের মাদানী প্রশিক্ষণের জন্যও সচেষ্ট থাকা আর শুধু সন্তানদেরই নয়, নিজের সংশোধনেরও চেষ্টা করা। কেননা যে নিজেই ডুবে যাচ্ছে সে অন্যকে কি বাঁচাবে! যে নিজেই উদাসীনতার স্বপ্নে বিভোর সে অন্যকে কি জাগাবে, যে নিজেই অধঃপতনের শেষ সীমায় ঝুলছে সে অন্যেকে কিভাবে উন্নতিতে পৌঁছাবে! অতএব নিজেও নেকী অর্জন করা, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি বিধান করা, নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচানো এবং আল্লাহ পাকের রহমতে জান্নাতুল ফেরদাউসে যাওয়া ও নিজের প্রিয় সন্তানকেও এই পথে পরিচালিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ একটি অনেক বড় নেয়ামত। কুরআন ও হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর বাণীর আলোকে সন্তানের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "তারবিয়াতে আওলাদ" অবশ্যই পাঠ করুন।

সোনা জঙ্গল রাত আন্দেরী, চা'য়ি বদলী কা'লি হে
সু'নে ওয়ালো জা'গতে রাহিও চোরো কি রাখওয়ালি হে

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পংক্তিটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, হে মুসলমানেরা! এই পৃথিবীর জঙ্গল নীরব ও বিরান, রাতও গভীর অন্ধকার আর তার উপর কালো মেঘও ছেয়ে

www.dawateislami.net

আছে, এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় প্রথমত তো ঘুম আসতেই পারেনা আর যদি তবুও ঘুমিয়ে যায় তবে দ্রুত জেগে উঠো, কেননা এখানকার নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা তোমাদের নিরাপত্তা পন্ড করে দিবে, তারা তো নিজেরাই লুটেরা। অর্থাৎ উদাসীনতা ও নফসের চাহিদার চারিদিকে গভীর অন্ধকারে চেয়ে গেছে, যে নফস ও শয়তান সর্বদা তোমাদের সাথে লেগে রয়েছে, তাদেরকে নিজের শুভানুধ্যায়ী মনে করো না, তারা রক্ষাকারী নয় বরং চোর। সাবধান! হুশিয়ার!! জাগতে থাকো!!! যেনো তারা তোমাদের ঈমান চুরি করে না নিয়ে যায়।

চন্দ রোযা হে ইয়ে দুনিয়া কি বাহার দিল লাগা ইস সে না গাফিল যি নিহার
ওমর আপনি ইয়ুঁ না গাফলত মে গুযার হুশিয়ার এ্যয় মাহফে গাফলত হুশিয়ার
এক দিন মরনা হে আখির মউত হে
করলে জু করনা হে আখির মউত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ছেলেও কি কখনো পিতাকে মারে?

তানবীহুল গাফিলীনে রয়েছে: "সমরকন্দ" এর এক আলিমে দ্বীন হযরত আবু হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এক লোক এসে বলতে লাগলো: "আমার ছেলে আমাকে মেরেছে।" তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ছেলেও কি কখনো পিতাকে মারে? সে বললো: জ্বি হ্যাঁ! এমনটিই হয়েছে। হযরত আবু হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি তাকে দ্বীনি ইলম ও আদব শিখিয়েছেন? সেই লোকটি না সূচক উত্তর দিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: কুরআনে করীম শিখিয়েছেন? সে বললো: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: তবে সে কি করে? সে বললো: ক্ষেত-খামার

www.dawateislami.net

করে। হযরত আবু হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: জানেন কি, সে কেনো আপনাকে মেরেছে? বললো: না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে কড়া করে বললেন: হয়তো সে সকালে গাধার উপর আরোহন করে যখন ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলো, ষাঁড় তার সামনে আর কুকুর তার পেছনে ছিলো, কুরআনে পাক তো সে পড়তে জানে না যে, কিছু রূহানিয়ত অর্জিত হবে, ব্যস এরূপ উদাসীনতায় কিছু গুনগুন করছিলো হয়তো, এমন সময় আপনি তার সামনে এসে গেলেন, সে হয়তো মনে করেছে যে, ষাঁড় সামনে এসে গেছে আর তাদের হাঁকাবার জন্য মাথায় কিছু দিয়ে মেরে দিয়েছে! কৃতজ্ঞতা আদায় করুন যে, আপনার মাথা ফাঁটেনি।

(তানবীহুল গাফিলীন, ৬৮ পৃষ্ঠা)

হাশরের মাঠে প্রহারে পিতার চামড়া-মাংস খসে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! নিজের সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা না দেয়ায় পরিণতি! আজও অসংখ্য পিতা এমন পাওয়া যাবে, যাদের এই অভিযোগ হবে যে, আমার সন্তান আমাকে গালি দেয়, আমার উপর চিৎকার চেঁচামেচি করে, আমাকে মারধর করে এবং ঘর থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়। ব্যস পিতামাতার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এতেই যে, সম্পূর্ণ শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী সন্তানের প্রশিক্ষণ দিন। অন্যথায় দুনিয়া যদিও সজ্জিত হয়ে যায় তবে আখিরাতে নিরাপত্তা লাভের আশা কঠিন হয়ে যাবে। সন্তানের বিশুদ্ধ প্রশিক্ষণ না দেয়া এক পিতার ব্যাপারে একটি ভয়ঙ্কর বর্ণনা শুনুন। যেমনটি; ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: বর্ণিত আছে যে, পুরুষের সাথে সম্পর্কিতদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে তার স্ত্রী ও

www.dawateislami.net

তার সন্তানরা, এরা সবাই (অর্থাৎ স্ত্রী সন্তান কিয়ামতের দিন) আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করবে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই লোকটি থেকে আমাদের হক আদায় করে দাও, কেননা সে কখনো আমাদেরকে দ্বীনি কাজের শিক্ষা দেয়নি এবং সে আমাদেরকে হারাম খাওয়াতো, যা আমরা জানতাম না, অতঃপর সেই লোকটিকে হারাম উপার্জনের জন্য এমনভাবে মারা হবে যে, তার মাংস খসে পড়বে, এরপর তাকে মিযানের (দাঁড়িপাল্লা) নিকট আনা হবে, ফিরিশতারা পর্বত সমান নেকী নিয়ে আসবে, তখন তার সন্তানদের মধ্য হতে একজন সামনে এগিয়ে এসে বলবে: "আমার নেকী কম।" তখন সে তার নেকী থেকে নিয়ে নিবে, অতঃপর আরেকজন এসে বলবে: "তুমি আমাকে সুদ খাইয়েছিলে।" আর তার নেকী থেকে নিয়ে নিবে, এভাবে তার পরিবারের সকলে তার সব নেকী নিয়ে নেবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি আফসোস ও হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে: "এখন আমার কাঁধে সেই গুনাহ ও অত্যাচার রয়ে গেলো, যা আমি তোমাদের জন্যই করেছিলাম।" (তখন) ফিরিশতারা বলবে: "এ হলো সেই (হতভাগা) ব্যক্তি, যার নেকীসমূহ তার পরিবার-পরিজনেরা নিয়ে নিয়েছে আর সে তাদের (অর্থাৎ পরিবার-পরিজনের) কারণে জাহান্নামে চলে গেলো।" (কুররাতুল উয়ুন, ৪০১ পৃষ্ঠা)

যেই পরিবারের কারণে দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেলো

জানিনা কতযে ইসলামী ভাই এমন রয়েছে, যারা দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি প্রভাবিত হয়ে দাঁড়ি শরীফ সাজিয়েছে, অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব এবং সুন্নাতের উপর আমল করা শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু পরিবার

www.dawateislami.net

কিংবা অন্য কারো পক্ষ থেকে করা বিরোধীতার কারণে অতীষ্ট হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেছে। তাদের খেদমতে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) এর করজোড়ে মাদানী অনুরোধ যে, দা'ওয়াতে ইসলামী আপনাদেরই নিজস্ব সুন্নাতে ভরা সংগঠন, মেহেরবানি করে! মৃত্যু আপনাদেরকে পৃথিবীর ঝলমলে আলো থেকে উঠিয়ে কবরের একাকীত্বে পরিবর্তিত করার পূর্বেই এবং আপনাদের এমন আক্ষেপ সৃষ্টি হবার পূর্বেই ফিরে আসুন যে, হায়! পৃথিবীতে যদি অধিকহারে নেকী অর্জন করে নিতাম। উঠুন! সাহস করুন!! গুনাহ থেকে নিরাপত্তা ও নেকীর উপর অটলতা পাওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশের সাথে আরো একবার সম্পৃক্ত হয়ে যান। হয়তো এবার আর বিরোধীতা হবে না বা হলেও আগের তুলনায় কম হবে, কেননা কালের পরিক্রমায় পরিস্থিতি ও মনোভাব পাল্টে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! বিরোধীতার পরিস্থিতিতেও আপনাকে নম্রতা, নম্রতা ও শুধুই নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে আর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এমন মাদানী পরিবর্তনের আনতে হবে যে, পরিবারের সদস্যরা যেনো বলে উঠে: "বাহ! দা'ওয়াতে ইসলামীর জুড়ি মেলা ভার!" আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাই।

পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলো

পাঞ্জাবের মুযাফফর গড় জেলার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: যখন আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের প্রতি প্রভাবিত হয়ে দাঁড়ি রাখা শুরু করলাম তখন ঘরে দ্বীনি পরিবেশ না থাকার কারণে এমন বিরোধীতা হলো যে, আমাকে مَعَاذَ الله দাঁড়ি কাটতেই হলো

www.dawateislami.net

কিন্তু আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করলাম না। সুন্নাতে ভরা সাপ্তাহিক ইজতিমায় মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করতে থাকি, এতে যেনো আমার "ব্যাটারি চার্জ" হতে থাকল আর নামাযের ধারাবাহিকতা বজায় রইলো। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবারো উদ্বুদ্ধ হলাম, মনোভাব সৃষ্টি হলো এবং আমি পুনরায় দাঁড়ি রাখা শুরু করলাম, আবারো বিরোধীতা শুরু হয়ে গেলো, এবার পূর্বের তুলনায় বেশিদিন ধরে বিরোধীতা সহ্য করি কিন্তু আবারো হিম্মত হারিয়ে ফেললাম এবং اَسْتَغْفِرُاللّٰه আমি দাঁড়ি কেটে ফেললাম। অবশেষে সাহস করে তৃতীয়বার আমি দাঁড়ি রাখা শুরু করলাম, এবার পরিবারের পক্ষ থেকে নামে মাত্র বিরোধীতা করা হয়েছে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি দাঁড়ি বড় করতে সফল হয়ে গেলাম। এমনকি মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুটও সাজিয়ে নিয়েছি আর দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে মিশে গেলাম আর দ্বীনি কাজও শুরু করে দিলাম। আজ (এটি লিখাটি লিখার সময়) প্রায় ১৪ বছর হতে চলেছে, দাঁড়ি শরীফ পুরোদস্তর আমার চেহারায় এবং মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ পাক এই সুন্নাত কবরে সাথে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করো। আমীন! আজ ভাবছি যে, আমি যদি দাঁড়ি মুন্ডনো অবস্থায় মারা যেতাম, তবে আমার কি অবস্থা হতো! আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশকে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করো, যা আমাকে ধ্বংসের সরু গলি থেকে বের করে এনে জান্নাতের রাজপথে পরিচালিত করে দিয়েছে এবং আমার জাহির ও বাতিনে এমন মাদানী রং ছড়িয়ে দিলো যে, এখন আমার পরিবার বরং আত্মীয়রাও দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতের কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

www.dawateislami.net

আগর সুন্নাতোঁ সিখনে কা হে জযবা
তুম আ'জাও দেয়গা সিখা মাদানী মা'হোল
তু দাঁড়ি বাড়ালে ইমামা সাজালে
নেহী হে ইয়ে হারগিয বুড়া মাদানী মা'হোল
সানওয়ার জা'য়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله
তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মা'হোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর পরের হৃদয়বিদারক দৃশ্যপট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হে আশিকানে রাসূল! এই সংকল্প করুন: যতই কঠোরতা সহ্য করতে হোক না কেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি মোবারক চেহারায় স্থায়ীভাবে সাজিয়ে নিন এবং কবরেও সাথে নিয়ে যান। মনে রাখবেন! দাঁড়ি মুন্ডানো এবং এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করা উভয়ই হারাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত "কালো বিচ্ছু" পুস্তিকার হৃদয় কাঁপানো ঘটনাটি সামান্য পরিবর্তন করে উপস্থাপন করা হলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন: হে উদাসীন ইসলামী ভাইয়েরা! একটু হুঁশ করো!! মৃত্যুর পর তোমার কিছুই চলবে না, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তোমার কাপড়ও খুলে নিবে। তুমি যতবড় শিল্পপতি হও না কেনো, তোমাকে সেই মোটা সুতির কাফনই পরানো হবে, যা ফুটপাথে মরে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ লাশকে পরানো হয়। তোমার গাড়ি আছে, তবে তাও গ্যারেজেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার দামী দামী পোষাক সিন্দুকেই রয়ে যাবে। তোমার ধন-সম্পদ, রক্ত ও ঘামঝরা উপার্জিত সম্পদ ওয়ারিশরা দখল করে নিবে। "নিজে" অশ্রু ঝরাতে থাকবে; "অন্যরা" খুশি উদযাপন করতে থাকবে। তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তোমাকে

www.dawateislami.net

নিজের কাঁধে উঠিয়ে রওয়ানা হবে আর তোমাকে বিরান ভূমিতে নিয়ে যাবে যে, তুমি কখনো এমন বিভীষিকাময় নির্জনে বিশেষকরে রাতের বেলা এক মুহর্তের জন্যও একাকী আসোনি ও আসতে পারতে না বরং এর কল্পনায় কেঁপে উঠতে। আজ গর্ত খুঁড়ে তোমাকে এক মণ মাটির নিচে দাফন করে তোমার সকল প্রিয়জন ফিরে যাবে, তোমার পাশে এক রাত তো দূর, এক ঘণ্টাও থাকার জন্য কেউ রাজি হবে না। তোমার প্রাণপ্রিয় পুত্রই হোক না কেনো, সেও পালিয়ে চলে যাবে। তুমি অসহায় দৃষ্টিতে প্রিয়জন ও বন্ধুদের দৃষ্টির আড়াল হতে দেখবে, মন ভেঙ্গে চুরমার হতে থাকবে। এমনসময় দু'জন ভয়ানক আকৃতির ফিরিশতা (মুনকির ও নাকীর) তাঁদের লম্বা লম্বা দাঁত দ্বারা কবরের দেওয়াল ভেদ করে তোমার সামনে উপস্থিত হবে, তাঁদের চোখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতে থাকবে, কালো কালো ভয়ঙ্কর চুল মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে, তোমাকে ঝটকা দিয়ে বসাবে, খুবই কড়া ভাষায় এভাবে প্রশ্ন করবে: "مَنْ رَبُّكَ" (অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে?) "مَا دِيْنُكَ" (অর্থাৎ তোমার দ্বীন কী?) ইত্যবসরে তোমার ও মদীনার মাঝে প্রতিবন্ধক হওয়া সকল পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে, কারো সৌন্দর্য মন্ডিত ও মনোমুগ্ধকর এবং অতিশয় প্রিয় এক আকৃতি সামনে এসে যাবে বা সে মহান ও প্রিয় মনিষী স্বয়ং তাশরীফ নিয়ে আসবেন। আশ্চর্যের কি হয়তো! তোমার চক্ষুদ্বয় লজ্জায় অবনত হয়ে যাবে! হয়তো তুমি চিন্তায় পড়ে যাবে যে, চোখ তুলবো কিভাবে! নিজের এই কুৎসিৎ আকৃতি দেখাই কিভাবে? ইনিই তো সেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমি যাঁর কলেমা পড়তাম, নিজেকে তাঁর গোলামও দাবী করতাম, কিন্তু আমি রাসূলের ভালবাসার নিদর্শন আমার

www.dawateislami.net

দাঁড়ি শরীফের সাথে এটা কি করেছি! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো এরূপ ইরশাদ করেছেন: "গোঁফ ছোট করো আর দাঁড়িকে ছেড়ে দাও এবং ইহুদীদের মতো আকৃতি বানিওনা।" (শরহে মাআনী আল আসার লিল তাহাভী, ৪/২৮) কিন্তু হায় আমার দূর্ভাগ্য! আমি কয়েকদিনের দুনিয়াবী সৌন্দর্যে হারিয়ে গেলাম, ফ্যাশন আমাকে ধ্বংস করে দিলো, হায়! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কঠোর নিষেধাজ্ঞার পরও দাঁড়ি মুন্ডিয়ে নিজের চেহারা ইহুদীদের মতো অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের মতো বানিয়ে রাখলাম! হায়! এখন কি হবে! এমন যদি হয় যে, আমার কুৎসিৎ চেহারা দেখে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর এরূপ ইরশাদ করে দিলেন: "এটা তো আমার শত্রুদের মতো চেহারা, আমার গোলামদের মতো নয়!!" যদি আল্লাহ না করুন এমন হয়, তবে ভাবো তো, তখন তোমার কি অবস্থা হবে!

না উঠ সাকে গা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম
আগর নবী নে নযর সে গিরা কে ছোড় দিয়া

এমন হবে না اِنْ شَآءَ الله কখনোই হবে না। এখনো তো জীবিত, মেনে নাও! নিজের দূর্বল শরীরের প্রতি দয়া করো! ঝটপট উঠো! সাহস করো! ইংরেজী ফ্যাশন ও ইংরেজী সংস্কৃতিকে তিন তালাক দাও আর নিজের চেহারা প্রিয় মাদানী আক্বা, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাত দ্বারা সাজিয়ে নাও এবং এক মুষ্ঠি দাঁড়ি সাজিয়ে নাও। কখনোই শয়তানের এই প্রতারণায় আসবে না আর এই কুমন্ত্রণার প্রতি মনোযোগ দিবে না যে, "এখনো তো আমি এর যোগ্য হইনি, আমার বয়সই কতো! আমার ইলমও এতো কই! যদি কেউ দ্বীনের ব্যাপারে প্রশ্ন করে তবে আমি

www.dawateislami.net

উত্তর দিতে পারবো না, সুতরাং যখন যোগ্য হয়ে যাবো, তখনই দাঁড়ি রাখবো।" মনে রাখবেন! এটা হলো শয়তানের সফলতম আক্রমণ যে, মানুষ নিজের ব্যাপারে এমন ধারনা করে বসেছে যে, "হ্যাঁ! এবার আমি যোগ্য হয়ে গেছি।" মনে রাখবেন! নিজেকে "যোগ্য" মনে করা এটাই "অযোগ্যতা"র সবচেয়ে বড় দলীল। বিনয় অবলম্বন করো! বড় বড় ওলামায়ে কিরামও প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, তবে কি তুমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে রেখেছো? নফসের তালবাহানায় এসো না! আর মেনে নাও, যদিও মা বাধা দিক, বাবা নিষেধ করুক, সমাজ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুক, বিয়েতে বাধা আসুক। যাই হোক না কেনো আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ মানতেই হবে, আশা রাখো! যদি জোরা লওহে মাহফুযে লেখা থাকে, তবে তোমার বিয়ে হবেই হবে আর যদি লেখা না থাকে, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে বিয়ে করাতে পারবে না। জীবনের ভরসা কোথায়?

দাঁড়ি মুন্ডাতেই মৃত্যু

কেউ সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) কে কিছুটা এরূপ একটি ঘটনা শুনালো যে, বাংলাদেশের এক যুবক দাঁড়ি রেখেছিলো, যখন তার বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসলো তখন তার মা-বাবা দাঁড়ি মুন্ডাতে বাধ্য করলো। নিরুপায় হয়ে নাপিতের কাছে গিয়ে দাঁড়ি মুন্ডিয়ে বাড়ির দিকে আসতে গিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলো, হঠাৎ একটি দ্রুতগামী গাড়ি এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে গেলো, সে মারা গেলো এবং তার বিয়ের স্বাদ মাটিতে মিশে গেলো, মা-বাবা বাঁচাতে পারলো না! না বিয়ে হলো, না দাঁড়ি থাকলো। অতএব প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুঁশে ফিরে আসুন! আল্লাহ পাকের উপর

www.dawateislami.net

ভরসা করে আজই দাঁড়ি মুন্ডানো থেকে তাওবা করে সংকল্প করে নিন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় গর্দান কাটা যেতে পারে, কিন্তু এখন আমার দাঁড়ি পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কাছ থেকে পৃথক করতে পারবে না। সাবাশ.....! মোবারক.....! মোবারক.....!! মোবারক.....!!!

উন কা দিওয়ানা ইমামা অউর যুলফ ও রিশ মে
ওয়াহ! দেখো তো সহি লাগতা হে কিতনা শানদার

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

দাঁড়ি মুন্ডানো লোকদের প্রতি প্রিয় নবী ﷺ এর ঘৃণাভরা শিক্ষণীয় ঘটনা

ইরানের কুকুর খসরু (পারভেজ) এর কাছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযুইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত সম্বলিত চিঠি শরীফ পৌঁছলো, তখন সেই রাসূল-বিদ্বেষী পত্রবাহককে দেখতেই রাগান্বিত হয়ে শহীদ করে দিলো এবং সেই খারাপ ভাষী বললো: (..... পারভেজের বে-আদবীমূলক বাক্য উল্লেখ করার সাহস হচ্ছে না, তাই উহ্য রেখে দিলাম.....)। এরপর ইরানের কুকুর খসরু (পারভেজ) বাজানকে যে ইয়ামেনের নিয়োজিত গভর্ণর ছিলো এবং আরবের সকল রাষ্ট্রকে তার অধীন মনে করা হতো, এই আদেশ পাঠালো যে, ... (এখানেও ইরানের কুকুর পারভেজের গালমন্দ উহ্য রাখা হলো)। বাজান একটি সেনাদল তৈরি করলো, যার সেনাপতির নাম ছিলো খারখাসরা। তাছাড়া রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কার্যকলাপ ও প্রভাবের উপর গভীর দৃষ্টি রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় এক অফিসারকেও তার

www.dawateislami.net

সাথে নিযুক্ত করে দেয়া হলো, যার নাম বানভিয়া ছিলো। এই দুই অফিসার যখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো, তখন প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়াতের প্রতাপে তাদের কাঁধের শিরাগুলো থরথর করে কাঁপতে থাকলো। এরা যেহেতু (পারস্যের) অগ্নিপূজারী ছিলো, তাই দাঁড়ি মুন্ডানো আর গোঁফ এতই লম্বা ছিলো যে, তাতে তাদের ঠোঁট ঢেকে গিয়েছিলো এবং তাদের বাদশাহ পারভেজকে "রব" বলতো। তাদের চেহারা দেখে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যথিত হলেন, অসন্তুষ্টি সহকারে ইরশাদ করলেন: "তোমাদের ধ্বংস হোক, কেননা এরূপ আকৃতি বানাতে তোমাদের কে বলেছে?" তারা উত্তর দিলো: "আমাদের রব পারভেজ।" প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "কিন্তু আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাক তো আমাকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, দাঁড়ি বৃদ্ধি করো আর গোঁফ ছোট করো।"

(তারিখুল খামিস, ২৩৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬৪৭)

কিয়ামতের হৃদয়-কাঁপানো দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা সম্পর্কে ভাবুন! বুঝে না এলে পুনরায় পড়ুন! ভালোভাবে চিন্তা করুন! দু'জন এমন লোক যারা এখনো অমুসলিম, মুসলমান হয়নি। শরীয়াতের আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞও। কিন্তু যেহেতু স্বাভাবিক জিনিসের সাথে বাড়াবাড়ি করলো, চেহারার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিলো। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক স্বভাবের এই (অর্থাৎ দাঁড়ি মুন্ডানোর) কাজটি খুবই অপছন্দ হলো আর তিনি সমগ্র বিশ্বের রহমত হওয়ার পরও ইরশাদ করলেন: "তোমাদের ধ্বংস হোক।" চিন্তা করুন তো! একটু ভাবুন! যখন

www.dawateislami.net

কিয়ামতের ময়দানে সবাই একত্রিত হবে, নফসী নফসীর অবস্থা হবে, মা তার সন্তান থেকে আর সন্তান তার পিতা থেকে পালিয়ে বেড়াবে, সে সময় তো একমাত্র পবিত্র সত্তা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই থাকবেন, যিনি গুনাহগারদের আশ্রয়স্থল হবেন, সেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে সবাইকে হাজিরী দিতে হবে। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি যেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সেই অবস্থাতেই কিয়ামতের দিন উঠানো হবে। দাঁড়িওয়ালা, দাঁড়ি সহকারে উঠবে আর দাঁড়ি মুন্ডানো, দাঁড়ি মুন্ডনো অবস্থায় উঠবে।

হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্নাতকে নিজের চেহারা থেকে দূরকারীরা! যদি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাদের জিজ্ঞাসা করেন: "তোমরা কি আমাকে ভালবাসো?" স্বভাবতই অস্বীকার তো করাই যাবে না, এটাই আরয করবেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনিই আমাদের সবকিছু, আমরা আপনাকে আমাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করি। ইয়া নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা তো পৃথিবীতে আন্দোলিত হয়ে আরয করতাম:

মেরে তো আ'পহি সব কুছ হে রহমতে আ'লম
মে জী রাহা হোঁ যমানে মে আ'পহি কে লিয়ে

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের আকুলতার অবস্থা তো এমন ছিলো যে, অস্থির হয়ে আরয় করতাম:

গোলামে মুস্তফা বন কর মে বিক জাঁও মদীনে মে
মুহাম্মদ নাম পর সওদা সরে বাজার হো জায়ে!

হে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন ভালোবাসা কিছুটা জোশ মারতো, তখন এমনো তো বলে দিতাম:

www.dawateislami.net

জান ভি মে তো দেয় দোঁ খোদা কি কসম!
কোয়িঁ মাঙ্গে আগর মুস্তফা কে লিয়ে!

এসব শুনে (আল্লাহ না করুন) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ধরুন এরূপ ইরশাদ করলেন: হে আমার গোলামেরা! যদি আসলেই তোমরা আমাকে পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ থেকে বেশি ভালবাসতে এবং শুধু আমার জন্যই পৃথিবীতে জীবিত ছিলে। তাছাড়া আমার নামেই বিক্রি হতে বরং জীবন পর্যন্ত দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলে, তবে কি এমন কারণ ছিলো যে, আকার ও আকৃতি আমার শত্রুদের মতো বানিয়ে রেখেছিলে? তোমরা কি আমার এই ইরশাদ পাওনি যে, ﴾১﴿ "গোঁফ ছোট করো ও দাঁড়িকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বাড়তে দাও) আর ইহুদীদের মতো আকৃতি বানিও না।" (শরহে মাআনিল আসার লিত তাহাভী, ৪/২৮) ﴾২﴿ "যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী চলে, সে আমার আর যে আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার নয়।" (ইবনে আসাকির, ৩৮/১২৭) ﴾৩﴿ "যে আমার সুন্নাতের উপর আমল করে না, সে আমার নয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৪০৬, হাদীস ১৮৪৬)

যদি প্রিয় নবী ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে ...!

ফ্যাশনের প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারীরা! এই মহান বাণীগুলো মনে করিয়ে দেয়ার পর যদি আল্লাহ না করুন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন আপনারা কি করবেন? কার দ্বারে গিয়ে আবেদন করবেন? কার দরজায় শাফায়াতের ভিক্ষা নিতে যাবেন? কে হবেন আল্লাহ পাকের গযব ও আযাব হতে মুক্তি দাতা? এখনো সুযোগ আছে, যতক্ষণ নিশ্বাস অবশিষ্ট রয়েছে সময় আছে, ঝটপট তাওবা করে

www.dawateislami.net

নিন, নিজের চেহারা প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দ্বারা সাজিয়ে নিন, নিজের চেহারায় ভালবাসার নিদর্শন সাজিয়ে নিন। এই বিভ্রম দূর করে দিন যে, এখনো বয়সই বা আর কতো? পরবর্তিতে রেখে নিবো, বিয়ের পরে দেখা যাবে! সহজ সরল ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের প্রতারণায় আসবেন না! সে যতই নিকটাত্মীয়ের ভাষায় তোমায় এটা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করুক যে, এখনো তোমার বয়স দাঁড়ি রাখার মতো হয়নি, পরে রেখে নিও। বিশ্বাস করুন এটি শয়তানের অনেক বড় ও ঘৃণ্য আক্রমণ, এই আক্রমন দ্বারা সেই বিতাড়িত ও অভিশপ্ত জানিনা কতোজনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আসুন! আপনাদেরকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনাই।

মৃত্যুর পূর্বে দূর্ভাগ্য

এক যুবক প্রায় সারা বছর "দা'ওয়াতে ইসলামী" এর সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট রইলো আর দাঁড়িও সাজিয়ে নিলো। অতঃপর জানিনা কি হলো! হয়তো খারাপ বন্ধু জুটেছে। مَعَاذَاللهِ দাঁড়ি মুন্ডন করে ফেললো। বৃহস্পতিবার রাতে বাবুল মদীনার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অনুপস্থিত ছিলো। জুমার দিন বন্ধুদের সাথে বাবুল মদীনার সমুদ্র সৈকতে পিকনিকের জন্য গেলো। আর হায়! দাঁড়ি মুন্ডানোর মাত্র ১৫দিন পর বেচারা সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরন করলো!

মিলে খাক মে আহলে শা কেয়সে কেয়সে
মকিঁ হো গেয়ে লা'মকা কেয়সে কেয়সে
হুয়ে নামওয়ার বে নিশাঁ কেয়সে কেয়সে
যমিঁ খা গেয়ী নওযোয়াঁ কেয়সে কেয়সে

জাগা জি লাগানে কে দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে

www.dawateislami.net

ফ্যাশন-পুজারীদের সাহচর্যের ভয়াবহতা

সেই মরহুম যুবকের বয়স প্রায় বিশ বছর হবে, কতোই বা বয়স! তাদের মতে হয়তো দাঁড়ি রাখার বয়স তখনো হয়নি! এজন্যই কি মৃত্যুর মাত্র পনের দিন পূর্বে দাঁড়ি পরিস্কার করে দেয়া হয়েছিলো! না, কখনো না, ব্যস বেচারার নসীব! মন্দ সাহচর্যের প্রভাব! আল্লাহ পাক! মরহুমের মাগফিরাত করুন। এই ডুবে মরা যুবক আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক শিক্ষামূলক বিষয় রেখে গেছে! যে ব্যক্তি দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ইচ্ছা করে কিংবা ভ্রমণ-বিনোদনের আগ্রহীদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার উচিৎ, এই শিক্ষণীয় ঘটনার ব্যাপারে ভাবা যে, আমিও না অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়ে যাই! এমন যেনো না হয় যে, আমার এই ফ্যাশন-পুজারী বন্ধুরা নিজেরা তো ডুবেছেই আর আমাকে নিয়েই ডুবলো! আর ভাবুন, এমন তো নয় যে, আমার জীবনের দিন পূর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে আর এই কারণে শয়তান তার সম্পূর্ণ শক্তি আমার উপর লাগিয়ে দিচ্ছে, যেনো কিছুদিনের মন্দ সাহচর্যের ভয়াবহতায় মাধ্যমে সে আমার সারা জীবনের উপার্জনে পানি ঢেলে দিবে। বেনামাযী ও ফাসিকদের সাহচর্যধারীরা! সাবধান!! আল্লাহ পাক ৭ম পারা সূরা আনআমের ৬৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاِمَّا یُنْسِیَنَّكَ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۶۸﴾

(পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃপর স্মরণ আসতেই অত্যাচারিদের নিকটে বসোনা।

www.dawateislami.net

শুধু প্রিয় নবী ﷺ এর পছন্দের দাঁড়ি রাখুন

হে মাদানী মাহবুব হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিকেরা! মেনে নাও! নিজের যৌবনের অহঙ্কার করবেন না! দুনিয়াবী বাধ্যবাধকতাকে কৌশল বানাবেন না! আসুন! হে আশিকানে রাসূল! রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বদান্যতার চাদরে জড়িয়ে যান! তাঁর পরওয়ারদিগার রাব্বে গফফারের নিকটও ক্ষমার ভিক্ষা চেয়ে নিন। তাঁর নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করে নিন! এই দরবার বদান্যতার দরবার, এখান থেকে কোন ভিক্ষুক নিরাশ হয়ে যায় না, সুন্নাতের খয়রাত নিয়ে নিন, নিজের চেহারা থেকে আল্লাহ পাক ও প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের অশুভ চিহ্নকে সর্বদার জন্য ধুয়ে নিন এবং প্রিয় সুন্নাত চেহারায় সাজিয়ে নিন। আর হ্যাঁ! মনে রাখবেন! শয়তান বড়ই ধোকাবাজ ও প্রতারক, এমন যেনো না হয় যে, আপনি ইংরেজ ও ইহুদীদের থেকে তো আঁচল ছাড়িয়ে দিলেন আর দাঁড়িও সাজিয়ে নিলেন, কিন্তু শয়তান ভিন্ন কৌশলে আবার ঘিরে নিলো এবং আপনাকে ফরাসীদের পায়ে ঠেলে দিলো। উদ্দেশ্য হলো যে, যেনো "ফ্রেন্স কাট" অর্থাৎ খশখশে দাঁড়ি রেখে দিবেন না, কেননা দাঁড়ি মুন্ডানো এবং কেটে এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করা উভয়ই হারাম। দাঁড়ি রাখুন এবং অবশ্যই রাখুন তবে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দের দাঁড়ি রাখুন অর্থাৎ এক মুষ্ঠি পূর্ণ রাখুন।

দাঁড়ি মুন্ডানোর ৩০টি দুর্ভাগ্য

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ডে দাঁড়ি মুন্ডানো ও এক মুষ্ঠি থেকে কমানোরর নিন্দায় "لَمْعَةُ الضُّحٰى فِى اِعْفَاءِ اللُّحٰى" নামের একটি

www.dawateislami.net

পুস্তিকা রয়েছে আর এই পুস্তিকার শেষে অর্থাৎ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ডের ৬৭৫-৬৭৬ পৃষ্ঠায় দাঁড়ি মুন্ডানো এবং এক মুষ্ঠি থেকে কমানো লোকদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ৩০টি শাস্তি, সতর্কতা এবং নিন্দার তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: (দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বরাত উহ্য করে দেয়া হলো, যারা দেখতে চান, তারা সেখান থেকে দেখে নিন) ❋ দাঁড়ি মুন্ডানো ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্য। ❋ অভিশপ্ত শয়তানের অধীনস্থ। ❋ প্রচন্ড বোকা। ❋ আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। ❋ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট। ❋ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ আকৃতি দেখা অপছন্দ করেন। ❋ ইহুদীদের আকৃতি। ❋ স্পষ্ট খ্রিষ্টান, ইংরেজদের সাদৃশ্য। ❋ অগ্নি পূজারীদের অনুসারী। ❋ হিন্দুদের আকৃতি, মুশরিকদের চরিত্র। ❋ প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দলভূক্ত নয়। ❋ তারা তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ খ্রিষ্টান, ইহুদী, অগ্নিপূজারী, ও হিন্দুদের দলভূক্ত। ❋ শাস্তির যোগ্য, দেশান্তরিত হওয়ার যোগ্য। ❋ স্বভাব পরিবর্তনকারী ও আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃতকারী। ❋ হিজড়া। ❋ আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা ভঙ্গকারী। ❋ অপদস্থ ও হীন। ❋ ঘৃণ্য, ঘৃণার যোগ্য। ❋ সাক্ষ্যদানে অনুপযুক্ত। ❋ পুরোপুরি ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। ❋ অধঃপতনে রয়েছে, ধ্বংসের যোগ্য। ❋ দ্বীনে বঞ্চিত ও আখিরাতে দূর্ভাগা। ❋ আল্লাহ পাকের আযাবের অপেক্ষমান। ❋ আল্লাহ পাকের চরম ও জগন্য শত্রু। ❋ সকালেও আল্লাহ পাকের গযবে, সন্ধ্যায়ও আল্লাহ পাকের গযবে। ❋ কিয়ামতের দিন তাদের আকৃতি বদলে যাবে। ❋ আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অভিশপ্ত, দুনিয়া ও আখিরাতে

www.dawateislami.net

অভিশপ্ত, আল্লাহ ও ফিরিশতা এবং মানুষ সকলেরই তাদের উপর অভিশাপ, ফিরিশতারা তাদের অভিশপ্ত হওয়ার উপর আমীন বলেন। ❁ আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। ❁ তারা বেহেশতে যাবে না। ❁ আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

মকরে শয়তাঁ মে মত আও ভাইও! রুখ পে তুম দাঁড়ি সাজাও ভাইও!
ছোড়ো ফ্যাশন মান জাও ভাইও! খোদ কো দোযখ নে বাঁচাও ভাইও!
বিলইয়ার্কী দুনিয়া বড়ী হে বেওয়াফা! ইস সে তুম মত দিল লাগাও ভাইও!

আমি খুবই বিকৃত চরিত্রের অধিকারী ছিলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলের ভালবাসার নিদর্শন দাঁড়ি বৃদ্ধি করার প্রেরণা পেতে, মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানোর আগ্রহ বাড়াতে, রাসূলের ভালবাসার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে বাবরী চুল রাখার সুন্নাত পালনের শখ মেটাতে, মাদানী হুলিয়ায় অটলতা পেতে এবং কুরআনে করীম পড়া ও পড়ানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফরের অভ্যাস গড়ুন এবং নেক আমল অনুযায়ী নিজের জীবনের দিন ও রাত অতিবাহিত করুন। আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হচ্ছে। বাবুল মদীনার অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পূর্বে আমি খুবই বিকৃত চরিত্রের অধিকারী ছিলাম, গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে খোশ-গল্পে মত্ত থাকতাম, না তো পিতামাতার সম্মানের তোয়াক্কা ছিলো আর না

www.dawateislami.net

মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ার অনুভূতি, আমার জীবনের চতুর্দিক উদাসীনতায় পর্যবসিত ছিলো। পরিবারের সদস্যরা আমার আচার আচরণের কারণে খুবই চিন্তিত ছিলো, আমার সংশোধনের চেষ্টায় সদা স্বচেষ্ট থাকতো, কেননা নেককার সন্তানের কারণে সমাজে পিতামাতারও সুনাম হয়ে থাকে। একদিন আমার ভাই এক আশিকে রাসূলের সাথে আমার সাক্ষাৎ করালো, তিনি প্রবল ভালোবাসা সহকারে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে হওয়া সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলেন এবং মাদরাসাতুল মদীনায় (ইসলামী ভাইদের) ভর্তি হওয়ার উৎসাহ দিলেন, তাছাড়া শরীয়াতের আহকামের উপর আমল করার বরকত ও ফযীলত বর্ণনা করলেন। তার একক প্রচেষ্টা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং আমি না করতে পারলাম না। আমি মাদরাসাতুল মদীনায় (ইসলামী ভাইদের) ভর্তি হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদরাসাতুল মদীনায় (ইসলামী ভাইদের) আমার বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে হরফ আদায়ের পাশাপাশি কুরআনে মজীদ ফোরকানে হামীদ পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো আর সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুযায়ী জীবন পরিচালনাকারী আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের বরকতে দ্বীনের প্রতি এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, বর্তমানকার বিগড়ে যাওয়া পরিস্থিতিতে যখন চতুর্দিকে ফ্যাশনিজমের দৌড়াত্ব চলছে, আমি চেহারায় দাঁড়ি শরীফ ও মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে শুধু নিজে সুন্নাতে ভরা জীবন কাটানোর চেষ্টা করছি না বরং সুন্নাতের প্রচার করার জন্যও স্বচেষ্ট রয়েছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি লিখাটি লিখার সময় আমি যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে দ্বীনি কাজের দায়িত্বে রত রয়েছি।

www.dawateislami.net

বুড়ে সোহবতো সে কিনারা কশি কর কে আচ্ছো কে পাস আ'কে পা মাদানী মা'হোল
তানাজ্জুল কে গেহরে গাড়ে মে থে উনকি তরক্কি কা বায়িস বানা মাদানী মা'হোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়া ও মাদরাসার সংখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহারে একক প্রচেষ্টা ও মাদরাসাতুল মদীনা (ইসলামী ভাই) এর বরকত সুস্পষ্ট যে, যার কারণে একজন ভবঘুরে যুবক সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে অপরকেও পরিচালিত করলো। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের নিকট আমার মাদানী আবেদন যে, নিজ নিজ মাদরাসাতুল মদীনায় (ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন) অবশ্যই ভর্তি হোন এবং কুরআনে করীম না পড়ে থাকলে তবে পড়ুন আর যদি তাজবীদ সহকারে পড়ে থাকেন তবে নিজের সাংগঠনিক যিম্মাদারের সাথে ব্যবস্থা করে অপরকেও পড়ান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার জানা তথ্যানুযায়ী এই মুহূর্তে (১৪ রমযানুল মোবারক ১৪৩২হিঃ/ ১৫ আগষ্ট ২০১১ সাল) শুধু দেশেই হিফয ও নাজেরা মাদানী মুন্নাদের প্রায় ৭৬৬টি এবং মাদানী মুন্নীদের প্রায় ৩১৬টি মাদরাসাতুল মদীনা পরিচালিত হচ্ছে, যাতে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের সংখ্যা প্রায় ৭২০০০ জন। তাছাড়া বয়স্ক ইসলামী ভাইদের মাদরাসাতুল মদীনা (সাধারণ সময়: ইশার পর প্রায় ৪০ মিনিট) এর সংখ্যা প্রায় ৩৩১৬টি এবং বয়স্ক ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনা **(সাধারণত সময়: সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে, সময়কাল: ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট)** এর সংখ্যা প্রায় ৩৯৯৩৮টি। তাছাড়া **(১০ই রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩২হিঃ/ ১২-৬-**

www.dawateislami.net

২০১১ইং) ইসলামী ভাইদের দরসে নিজামীর জামেয়াতুল মদীনার সংখ্যা প্রায় ৯০টি আর ইসলামী বোনদের জামেয়াতুল মদীনার সংখ্যা প্রায় ৭২টি, ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় ৬৬৭১জন এবং ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ২৮৪১জন। এসকল জামেয়াতুল মদীনা (বালক-বালিকা) এবং মাদরাসাতুল মদীনায় (বালক-বালিকা) ফ্রি শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে আর এর ব্যয়ভার সামর্থ্যবান ইসলামী ভাইদের অনুদান দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেক মুসলমানের বিশুদ্ধ কুরআনে করীম পড়া ও দ্বীনি ফরয ইলম অর্জন করা জরুরী।

কুরআনে করীমের শিক্ষা সম্পর্কিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড" এর ৫৪৫-৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (১) একটি আয়াত হিফয করা প্রত্যেক মুসলমান মুকাল্লাফ (অর্থাৎ বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক) এর উপর ফরযে আইন এবং সম্পূর্ণ কুরআনে মজীদ হিফয করা ফরযে কিফায়া আর সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি ছোট সূরা অথবা তদ্রূপ, যেমন; তিনটি ছোট আয়াত বা একটি বড় আয়াত হিফয করা ওয়াজিবে আইন। (দুররে মুখতার, ২/৩১৫) (২) প্রয়োজন অনুযায়ী ফিকাহের মাসআলা জানা ফরযে আইন এবং প্রয়োজনের অধিক মাসআলা শিখা হাফিযে কুরআন হওয়ার চেয়ে উত্তম। (রদ্দুল মুহতার, ২/৩১৫)

ইয়েহি হে আরযু তালিমে কুরআঁ আ'ম হো জায়ে
তিলাওয়াত করনা আপনা কাম সুবহ ও শাম হো জায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

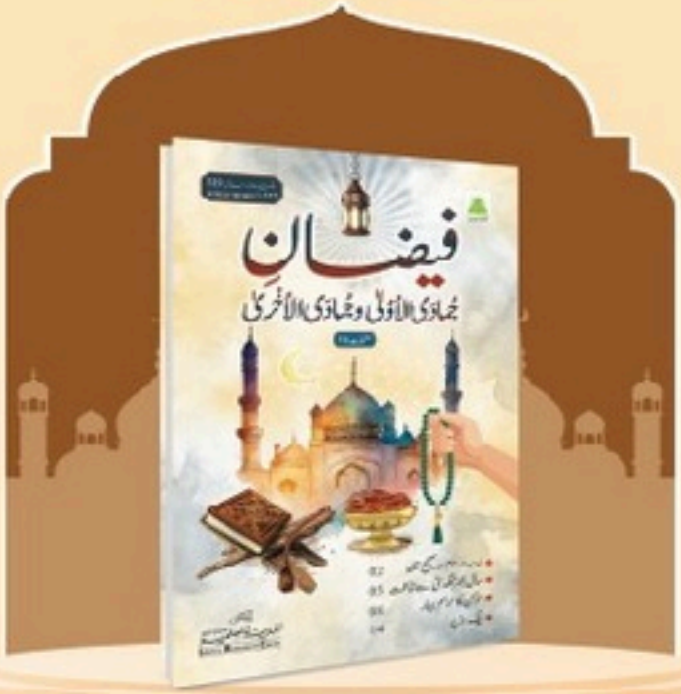

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কারাম শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫৪০০৫৮৯

কাশারীপট্টি, থানার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৮১০২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net